গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.১০৭.৯৯.০১১.২৩- ৬২

তারিখ: ১৫ চৈত্র ১৪৩২ / ২৯ মার্চ ২০২৬

পরিপত্র

বিষয়: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে যে বিপুল বর্জ্য উৎপাদন হচ্ছে তা সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে। এ হুমকি মোকাবেলায় কঠিন বর্জ্যের সুষ্ঠু ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫'-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 7R (Refuse, Reduces, Reuse, Recycle, Recovery, Refinement, Residual Management) মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত বিধিমালা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনসমূহে সুষ্ঠু কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

১. উৎপাদিত বর্জ্য তিনটি পৃথক শ্রেণীতে সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত স্ব স্ব আবাসস্থল বা প্রাঙ্গণ এবং প্রতিষ্ঠানে পৃথক পাত্রে সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনা জারি ও নিয়মিত নজরদারি করা;

২. উৎসে তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য অর্থাৎ জৈবিকভাবে পচনশীল কঠিন বর্জ্যের জন্য সবুজ, জৈবিকভাবে অপচনশীল কঠিন বর্জ্যের জন্য হলুদ ও গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্যের জন্য লাল রং বিশিষ্ট পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা রাখা;

৩. উৎসে বর্জ্য হ্রাস ও বর্জ্য পৃথকীকরণ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতাসৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ করতে প্রণোদনা প্রদান করা;

৪. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা;

৫. জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা জোরদার করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। মেয়র/প্রশাসকগণ জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রতিসপ্তাহে প্লান করবেন। প্রতিটি স্কুল কলেজে যেতে হবে। ময়লা কোথায় রাখবেন তা প্রতিটি স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীসহ সকলকে জানাতে হবে। এছাড়াও নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার জন্য জনসাধারণকে অভ্যস্ত করতে হবে। এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক লিফলেট প্রস্তুত করে বিতরণ করা;

৬. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য অর্থায়নের বিবরণসহ একটি পূর্ণাঙ্গ একশন প্লান/রোডম্যাপ প্রণয়ন করা;

৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ মডিউলে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' অন্তর্ভুক্ত করা;

৮. সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগীতায় সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ জনগণ ও সাংবাদিকদের নিয়ে "কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা- ২০২১" বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা এবং গণমাধ্যমে প্রচারণা চালানো;

৯. কঠিন বর্জ্য দ্বারা ভূমি ভরাট স্থল নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপন (EIA) নিশ্চিত করা;

১০. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। প্রতিদিন উৎপাদিত বর্জ্যের শ্রেণিবিন্যাস করে কোন বর্জ্যের পরিমাণ কতটুকু তা নির্ণয় করা;

১১. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর ছক-১ (সংযুক্তি-১) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনসমূহ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং ছক-২ (সংযুক্তি-২) অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি অর্থবছর শেষে পরবর্তী ৩০ আগস্টের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করবে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সুপারভাইজারদের নিয়ে নিয়মিত

মিটিং করবেন এবং কি তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবেন। সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রতিমাসে একটি প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবে;

১২. প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গৃহীত বাষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মনিটরিং করা হবে;

১৩. সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আবাসিক এলাকা, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিনোদন কেন্দ্র, পার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, শিল্প-কারখানা, কসাইখানা, মৎস্য, ফল ও সবজি বাজার বা আড়ত হতে পচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ এবং পৃথক করিয়া নির্ধারিত স্থানে কম্পোস্টিং বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৪. সিটি কর্পোরেশনসমূহ পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন এবং বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় কৌশল এবং 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' এর নির্দেশনা অনুসরণে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রণীত পরিকল্পনা স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালার আওতায় গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

১৫. জৈবিকভাবে পচনশীল, অপচনশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহপূর্বক যথাযথভাবে আবৃত করিয়া, সরাসরি চূড়ান্ত পরিত্যজনস্থলে অথবা পরিশোধনস্থলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৬.বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা রাস্তার ভ্রাম্যমাণ দোকান হতে উৎপন্ন উচ্ছিষ্ট খাদ্য, পরিত্যজনযোগ্য প্লেট, কাপ, ক্যান, মোড়ক, নারিকেলের খোল, উদ্বৃত্ত খাদ্য, শাকসবজি, ফল জাতীয় বর্জ্য সংগ্রহের জন্য যথোপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করে নির্ধারিত বর্জ্য সংগ্রহ কন্টেইনার বা ভ্যানে জমা করা;

১৭. গৃহস্থালি হতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য এবং নালা ও নর্দমা হতে উত্তোলিত কঠিন বর্জ্য, মল, বিষ্ঠা আচ্ছাদিত স্থানে জমা করা;

১৮. চিকিৎসা-বর্জ্যের ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলি অনুসরণ করতে হবে;

১৯. স্বীয় ব্যবস্থাপনায় বা নিয়োজিত ব্যক্তি, ঠিকাদার, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কঠিন বর্জ্য পরিবহনকারী ভ্যান বা গাড়িতে তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকাবস্থায় পরিবহনের জন্য ভ্যান বা গাড়িতে পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা;

২০. তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকভাবে ও আচ্ছাদিত ব্যবস্থায় পরিবহন করা;

২১. গৃহস্থালি বা কোনো প্রতিষ্ঠান হতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য শ্রেণিভিত্তিক পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাস্টবিন, কন্টেইনার বা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২২. সাধারণ নাগরিকের সুবিধার্থে বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী ডাস্টবিন, কন্টেইনার বা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ রং অনুযায়ী চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৩. পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর তফসিল ২ ও ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি ও মানমাত্রা বজায় রেখে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ ও চূড়ান্ত পরিত্যজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

২৪. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর তফসিল ৪ এ বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণে পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্যকে জ্বালানিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৫. জৈবিকভাবে পচনশীল বা অপচনশীল কঠিন বর্জ্য হতে সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে পরিবেশসম্মত পদ্ধতিতে কম্পোস্টিং, বায়ো-গ্যাস জেনারেশন, রিফিউজ ডিরাইভড ফুয়েল (RDF), সলিড রিকোভার্ড ফুয়েল (SRF), বিদ্যুৎ উৎপাদন, জৈব পচনশীল সার উৎপাদন ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান;

২৬. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে পচনশীল কঠিন বর্জ্য বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৭. পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ বা পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য সরকারি বা বেসরকারি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রদান;

২৮. কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ কারখানা হতে পরিত্যক্ত বা উচ্ছিষ্ট এবং জৈবিকভাবে অচনশীল বর্জ্য মানমাত্রা বজায় রাখিয়া স্যানিটারি ল্যান্ডফিল বা ভস্মীকরণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন করা;

২৯. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বর্জ্য সৃজনকারী এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ, যা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অবহিত করতে হবেঃ

(১) স্বীয় কর্মস্থল বা আবাসস্থলে সৃষ্ট সকল বর্জ্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিত্যজন করা;

(২) জৈবিকভাবে পচনশীল, অপচনশীল এবং গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য পৃথক করে স্বীয় আঙ্গিনা বা স্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন ঢাকনাযুক্ত ৩ (তিন) টি পাত্রে মজুদ বা সংরক্ষণ করে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণির বর্জ্যের জন্য নির্দিষ্টকৃত ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা;

(৩) বর্জ্যের কোনো অংশ, উন্মুক্ত না রাখা, যা হতে-

(অ) পশু পাখি বর্জ্য ছড়াতে পারে;

(আ) দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে;

(ই) বাতাসে মিশ্রিত হতে পারে;

(ঈ) পতিত হতে পারে; বা

(উ) বর্জ্য নির্গত তরল পদার্থ চোয়াতে পারে;

(৪) অবকাঠামো নির্মাণ ও ভাঙন হতে সৃষ্ট বর্জ্য সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত পৃথকভাবে রাখতে হবে যাতে ধুলাবালি বাতাসে ছড়াতে বা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে ড্রেনে পতিত না হয়;

(৫) একক বা সম্মিলিতভাবে সৃষ্ট বর্জ্য স্বীয় আঙ্গিনার বাইরে রাস্তা, খোলা জায়গা, ড্রেন বা পানিতে নিক্ষেপ না করা এবং উন্মুক্ত স্থানে না পোড়ানো; এবং

(৬) পার্ক, স্টেশন, টার্মিনাল বা জনসমাগমস্থলে নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যতীত যত্রতত্র কঠিন বর্জ্র নিক্ষেপ না করা।

৩০. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ, যা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে;

(১) দোকান, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার ও অন্যান্য আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের ময়লা-আবর্জনা জমা করে নির্ধারিত জায়গায় ফেলা নিশ্চিত করা;

(২) বর্জ্য রাস্তায় বা ড্রেনে নিক্ষেপ না করা বা না পোড়ানো;

(৩) বর্জ্য নিক্ষেপের জন্য প্লাস্টিকজাত ব্যাগের বাবহার রোধ করা এবং জৈব পচনশীল ব্যাগ বা মোড়ক ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান;

(৪) সিটি কর্পোরেশনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উৎস হতে বর্জ্য পৃথকীকরণ, পৃথকীকৃত বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহের সুবিধা প্রদান, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য অনুমোদিত বর্জ্য সংগ্রহকারী বা অনুমোদিত পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণকারীর নিকট হস্তান্তরকরণ; এবং

(৫) পচনশীল বর্জ্য স্বীয় আঙ্গিনায় গর্ত করে কম্পোস্টিং বা বায়ো-মিথেনেশান এর মাধ্যমে যতদূর সম্ভব প্রক্রিয়াকরণ ও পরিত্যজন এবং অবশিষ্ট বর্জ্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত বর্জ্য সংগ্রহকারী বা সংস্থাকে প্রদান।

৩১. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ, যা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অবহিত করতে হবেঃ

(১) পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন এবং 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' এর তফসিলসহ এতৎসংশ্লিষ্ট নির্দেশনাবলিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ;

(২) স্ব স্ব এলাকা, স্থাপনা বা গণপরিবহনে স্বীয় ব্যবস্থাপনায় বা নিয়োজিত ব্যক্তি, ঠিকাদার বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা জৈবিকভাবে পচনশীল কঠিন বর্জ্য, জৈবিকভাবে অপচনশীল কঠিন বর্জ্য ও গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য ৩ (তিন) শ্রেণিতে পৃথকভাবে সংগ্রহ করা এবং নদ-নদী, পুকুর বা জলাধারে কোনো প্রকারের বর্জ্য নিক্ষেপ বা পরিত্যজন বন্ধে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিত্যজনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) যাত্রীবাহী বাস, ট্রেন বা নৌযান হতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পরিত্যজনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩২. সিটি কর্পোরেশনসমূহে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রকল্প চলমান থাকলে তার অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করতে হবে;

২। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শ্রেষ্ঠ সিটি কর্পোরেশনকে বাছাই করে পুরস্কৃত করা হবে।

৩। এ পরিপত্রের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৯/০৩/২৫

এ. বি. এম. আরিফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২৫৫১০০৬৭৭
ইমেইল: urbandev2@lgd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা;
৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
৬. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), আগারগাঁও, ঢাকা;
৭. প্রশাসক/ মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল);
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল);
৯. যুগ্মসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১০. যুগ্মসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১১. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
১৩. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
১৫. সিস্টেম এনালিস্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পরিপত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
১৬. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৭. অফিস কপি।